অধ্যায় ১১ : আধুনিক বাংলা গল্প পাঠ-১

বিন্যাসক্রম

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১১.২ পরিচিতি
১১.৩ 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিষয়বস্তু
১১.৪ 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের চরিত্র
১১.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী জানলাম
১১.৬ অতিরিক্ত পঠন
১১.৭ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর-সংকেত
১১.৮ আর্দশ প্রশ্নাবলি

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী-

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের নারী চরিত্রের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের গদ্যশৈলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এই গল্পে উল্লিখিত সমকালীন নারীর সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গল্পকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে পারবেন।

১১.২ পরিচিতি

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিকে নারী স্বাধীনতার চারণগীত বলে মেনে নিয়েছেন অনেকেই। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই সরব হয়েছেন নারী স্বাধীনতার পক্ষে। রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল গল্প বিশ্বে বারে বারেই এসেছে নারীর অস্তিত্ব সংকটের কথা। 'স্ত্রীর পত্র', 'হৈমন্তী', অপরিচিতা, 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি গল্পের পড়তে পড়তে জড়িয়ে আছে নারী অস্তিত্বের সেই সংকটের কথা। হৈমন্তীর হৈমু, অপরিচিতার কল্যাণী কিংবা ঘরে বাইরের বিমলা যে প্রতিবাদ করেনি তা নয় । কিন্তু সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ এরা কেউই দেখতে পারেনি। এদিক থেকে তুখোর প্রতিবাদী মৃণাল সত্যি অর্থেই ব্যতিক্রম। প্রতিবাদের কথাসূত্রে গাঁথা গল্পটি এই একুশ শতকেও নিরন্তর প্রেরণার উৎস। অভিজাত হিন্দু সমাজে নারীর উপেক্ষিত মর্যাদা ও মানসিক পীড়ন যে কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, আলোচ্য গল্পটি তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। আপনাদের পাঠ্য 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি এখানে আলোচনা করা হবে। গল্পটির বিভিন্ন চরিত্র,নামকরণ, তৎকালীন সমাজে মেয়েদের অবস্থান --এসব কিছুই এখানে আলোচিত হবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী।

সাহিত্যের প্রায় সমস্ত দিকেই (কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ) ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় খণ্ড জগৎ থেকে অখণ্ড জগতের অভিমুখে, বস্তুজগৎ থেকে সৌন্দর্যলোকে নিয়ত অভিসারী। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল: 'কবিকাহিনি', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশবসংগীত', 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাত সংগীত', ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, নদী, চৈতালি, কণিকা, কল্পনা, নৈবেদ্য, কথা, কাহিনি, ক্ষণিকা, খেয়া, স্মরণ, শিশু, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, 'গীতালি', 'বলাকা', পলাতকা, 'বনবানী', 'শিশু ভোলানাথ', 'পূরবী', মহুয়া, পুনশ্চ, বিচিত্রিতা, পরিশেষ, শেষ সপ্তক, বীথিকা, পত্রপুট, শ্যামলী, লেখন, স্ফুলিঙ্গ, খাপছাড়া, ছড়া ও ছবি, 'প্রহাসিন', 'প্রান্তিক', সেঁজুতি, 'আকাশপ্রদীপ', 'নবজাতক',' সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষলেখা' প্রভৃতি।

নাটকের কথা যদি আমরা ধরি, তাহলে বলতে হয়- রূপক-সাংকেতিক নাটক, কাব্য-নাটকের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। রুদ্রচণ্ড, বাল্মীকিপ্রতিভা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, মালিনী, কাহিনি, রাজা ও রানী, বিসর্জন, প্রায়শ্চিত্র, নটীর পূজা, তপতী, পরিত্রাণ, বাঁশরি, শেষরক্ষা, গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, বসন্ত, চিরকুমার সভা, শারদোৎসব, রাজা, অরূপরতন, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, তাসের দেশ, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা তাঁর অন্যতম নাটক। উপন্যাসেও আধুনিক মূল্যবোধ ও মনস্তত্ত্বের আলোচনায়, চরিত্রায়ণের নতুন রীতিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে 'পাল্টেছেন' আমূল। বউঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, দুইবোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যকে স্বীকার করেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আধুনিকতাকে। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, আধুনিক পৃথিবীর সংশয় ও যন্ত্রণা তাঁর সৌন্দর্যবোধকে, মূল্যবোধকে পীড়িত করেছিল। বিভিন্ন প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে সমাজ ও স্বদেশ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অনুভব ব্যক্ত করেছেন তিনি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা দর্শন তাঁর লেখায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্য, ব্যঙ্গকৌতুক, লোকসাহিত্য, সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের পথে, শব্দতত্ত্ব, ছন্দ, বাংলাভাষা পরিচয়, ধর্ম, শান্তিনিকেতন, মানুষের ধর্ম, আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, চরিত্রপূজা, শিক্ষা, সমাজ, রাজাপ্রজা, স্বদেশ, পরিচয়, কালান্তর ,সভ্যতার সংকট, য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি, জীবনস্মৃতি, জাপানযাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি, পথের সঞ্চয়, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয়, ছিন্নপত্র, পঞ্চভূত, বিচিত্র প্রবন্ধ, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, বিশ্বভারতী, সমবায়নীতি, পল্লীপ্রকৃতি প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আশ্চর্য নির্ভার, নিটোল, নাগরিক জীবনবৃত্তান্ত নয়, গ্রামীণ প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনতার ছবি ফুটে ওঠে রবীন্দ্র ছোটগল্পে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনী প্রতিভার যাদুকাঠির স্পর্শে বাংলাসাহিত্যকে শুধু যে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাই নয়, তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের এবং পরবর্তীদেরও প্রভাবিত করেছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলির একটি মোটামুটি তালিকা আপনাদের সুবিধার জন্য এখানে দেওয়া হলো-- হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প: দেনাপাওনা (১২৯৮ সন), পোষ্টমাস্টার (১২৯৮),গিন্নি (১২৯৮), রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা (১২৯৮), ব্যবধান (১২৯৮), তারাপ্রসন্নের কীর্তি (১২৯৮), খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (১২৯৮), সম্পত্তি সমর্পণ (১২৯৮), দালিয়া (১২৯৮), কঙ্কাল (১২৯৮), মুক্তির উপায় (১২৯৮), ত্যাগ (১২৯৯), একরাত্রি (১২৯৯), একটা আষাঢ়ে গল্প (১২৯৯), জীবিত ও মৃত (১২৯৯), স্বর্ণমৃগ (১২৯৯), রীতিমত নভেল (১২৯৯), জয় পরাজয় (১২৯৯), কাবুলিওয়ালা

(১২৯৯), ছুটি (১২৯৯), সুভা (১২৯৯), মহামায়া (১২৯৯), দান প্রতিদান (১২৯৯), সম্পাদক (১৩০০), মধ্যবর্তিনী (১৩০০), অসম্ভব কথা (১৩০০), শাস্তি (১৩০০), একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প (১৩০০), সমাপ্তি (১৩০০), সমস্যাপূরণ (১৩০০), খাতা, অনধিকার প্রবেশ (১৩০১), মেঘ ও রৌদ্র (১৩০১), প্রায়শ্চিত্ত (১৩০১), বিচারক (১৩০১), নিশীথে (১৩০১), আপদ (১৩০১), দিদি (১৩০১), মানভঞ্জন (১৩০২), ঠাকুরদা (১৩০২), প্রতিহিংসা (১৩০২), ক্ষুধিত পাষাণ(১৩০২), অতিথি (১৩০২)।
ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প: ভিখারিণী (১২৮৪), করুণা (১২৮৫), খাটের কথা (১২৯১), দুরাশা (১৩০৫), পুত্রযজ্ঞ (১৩০৫), ডিটেকটিভ (১৩০৫), অধ্যাপক (১৩০৫), রাজটিকা (১৩০৫), মণিহারা (১৩০৫), দৃষ্টিদান (১৩০৫), উদ্ধার (১৩০৭), দুর্বুদ্ধি (১৩০৭), ফেল (১৩০৭), নষ্টনীড় (১৩০৮), রাসমণির ছেলে (১৩১৮), পণরক্ষা (১৩১৮)।

সবুজপত্রে প্রকাশিত গল্প 'হালদার গোষ্ঠী' (১৩২১), হৈমন্তী (১৩২১), বোষ্টমী (১৩২১), স্ত্রীর পত্র (১৩২১), 'ভাইফোঁটা' (১৩২১), শেষের রাত্রি (১৩২১), অপরিচিতা (১৩২১), তপস্বিনী (১৩২৪), পয়লানম্বর (১৩২৪) পাত্র ও পাত্রী (১৩২৪)।

নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প রাজপথের কথা (১২৯১)।

বালকে প্রকাশিত গল্প মুকুট (১২৯২)।

সখা ও সাথী পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প ইচ্ছাপূরণ (১৩০২)

প্রদীপে প্রকাশিত গল্প: 'সদর ও অন্দর' (১৩০৭), শুভদৃষ্টি (১৩০৭)।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গল্প 'দর্পহরণ' (১৩০৯), মাল্যদান (১৩০৯)

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত গল্প: 'গুপ্তধন' (১৩১১)।

প্রবাসীতে প্রকাশিত গল্প: মাস্টারমশাই (১৩১৪), নামঞ্জুর গল্প (১৩৩২), সামর (১৩৩৫), বলাই (১৩৩৫), 'চিত্রকর' (১৩৩৬)।

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প: 'রবিবার' (১৩৪৬), 'ল্যাবরেটরি' (১৩৪৭), 'প্রগতিসংহার' (১৩৪৮)।

ছোটগল্পে প্রকাশিত গল্প: 'চোরাই ধন' (১৩৪০)।

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প: 'ছোটোগল্প' (১৩৪৬)।

শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত গল্প 'শেষকথা' (১৩৪৬)।

বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প 'শেষ পুরস্কার' (১৩৪৮)।

ঋতুপত্রে প্রকাশিত গল্প: 'মুসলমানীর গল্প্ ১৩৪৮)।

জেনে রাখুন:

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষ' গল্পপোষ্য জীব (লিপিকা)। গল্প শোনার আগ্রহ মানুষের চিরকালীন। কথা, কথানিকা উপকথা, লোককথা, রূপকথা, ফার্সি গপ্, কিসসা, ইংরেজি টেল্, ফেবল্, প্যারাবেল ইত্যাদি বহু স্তর পরম্পরা পেরিয়ে উনিশ শতকের মধ্যভাগে আমরা এসে পড়েছি ছোটোগল্প বা 'শর্ট স্টোরি'র যুগে।

ছোটগল্প সম্পূর্ণত আধুনিক কালের সৃষ্টি। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের কালে পুরাতন জীবন ও সমাজব্যবস্থার ভাঙন ধর্মিতার দিনেই এর জন্ম। অর্থাৎ এককথায় ছোটগল্প বুর্জোয়া যুগের ফসল। আমেরিকার নাথানিয়েল হর্থন, এডগার অ্যালান পো, ফরাসী দেশের মপাঁসা, রুশ দেশের চেকভ এবং ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের হাতে আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও পুষ্টি।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি কোন পত্রিকায় ও কত সনে প্রকাশিত?

২। রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক গল্পে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের অবদান বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন? (১০০ শব্দের মধ্যে)

১১.৩ 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিষয়বস্তু

১৩২২ সালে সবুজপত্র পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি। কাহিনির বিচারে 'স্ত্রীর পত্র' ছোটগল্পটির কাহিনি সামান্যই। পুরো গল্পটি একটি চিঠির মাধ্যমে বর্ণিত মৃণালের জবানিতেই গল্পের কাহিনিতে প্রবেশ করে পাঠক। মৃণালের মত এতটা প্রতিবাদী পরিপূর্ণ চরিত্র রবীন্দ্র গল্প বিশ্বে খুব বেশি নেই। গল্পের আদ্যোপান্ত পাঠে উঠে আসে নারীর জীবন, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, অবহেলা, পুরুষতন্ত্রের রূঢ়তা, শোষণ শাসনসহ নারীর প্রতিবাদ। বস্তুত, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি সামাজিক লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারীর বিদ্রোহ।

মৃণালের বড় জায়ের খুড়তুতো বোন বিন্দু শত অনাদর, অবহেলা সয়েও বোনের শ্বশুরবাড়িতে পড়ে আছে। কারণ সে অনাথ আর অসহায়। বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাদের ঘাড় থেকে এই বোঝা নামানোর জন্য এক উন্মাদ পাত্রের সাথে বিন্দুর বিয়ে দেয়। পরবর্তীতে উন্মাদ স্বামীর হাত থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরে আবার দিদির শ্বশুরবাড়িতেই আশ্রয় নেয় সে। কিন্তু মৃণালের শ্বশুরবাড়ির লোকজন যখন সমাজের দোহাই দিয়ে আবারও সেই উন্মাদ স্বামীর সংসারেই তাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়ার তোড়জোড় শুরু করে তখন বাড়ির মেজবৌ মৃণাল বাধা দেয়। যদিও সফল সে হতে পারেনি। কোনও উপায়ান্তর না দেখে অসহায় বিন্দু গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। বিন্দুর দিদির মেজ জা, মানে এই বাড়ির মেজবৌ মৃণাল বিন্দুর প্রতি শ্বশুরবাড়ির এই নির্মম এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও বিন্দুকে

বাঁচাতে পারেনি। 'স্ত্রীর পত্র' ছোটগল্পটির মূল কাহিনি এটাই। তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মৃণালের মতো সচেতন এক নারী কীভাবে পুরুষতন্ত্রের হাতে বন্দি হয়ে ছিল, এবং শেষ পর্যন্ত কীভাবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আপ্রাণ লড়াই করে, গল্পের মূল বার্তা সেখানেই!

১১.৪ 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের চরিত্র

সাধারণ এক গৃহবধূ মৃণাল। সাতাশ বছর বয়স। বুদ্ধিমতী। সেখানে কথাবার্তা বাঙালি পরিবারে বুদ্ধি বড় বালাই। পাড়ার লোক তাই তাকে মেয়ে জ্যাঠা বলে গালও দিত। ঘরকন্নার বাইরে সে লুকিয়ে কবিতা লিখত। মা হবার মুক্তি না পেলেও শেষ পর্যন্ত মৃণাল তার মুক্তি খুঁজে নেয়। নিষ্পেষিত নারী জাতির প্রতিনিধি হয়ে সমাজের সকল অন্যায়, সংসারের সকল অশোভন আচরণগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে স্বামীর কাছে দেয়া এক চিঠির মোড়কে মূলত নিজের প্রতিবাদী এক জবানবন্দীই পেশ করে।

বিন্দুর প্রতি সমাজ-সংসারের সীমাহীন অন্যায়ের প্রতিবাদে গৃহত্যাগী মেজবৌ মৃণাল তার স্বামীকে লেখা পত্রের শুরুতেই ঘোষণা করেছে,'আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি যে, আমার জগত এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানা লিখছি। এ তোমাদের মেজবৌয়ের চিঠি নয়।' বাংলার সমাজজীবনে মেয়েদের এই যে একটা বড় পরিচয়, 'বাড়ীর বৌ' আর সেই সূত্রেই পরবর্তী জীবনে সন্তানের জননী, রবীন্দ্রনাথ যেন 'মৃণাল' চরিত্রটির মাধ্যমে মেয়েদের সেই নামসর্বস্ব পরিচিতিটাকেই চ্যালেঞ্জ জানালেন! স্বামীকে পাঠানো এই চিঠিতে মৃণাল দ্ব্যর্থকণ্ঠে আরও ঘোষণা করেছে যে, সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে মানে স্বামীগৃহে সে আর ফিরবে না। সে জানিয়েছে, 'তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ'- সে আরও জানিয়েছে যে, সে মরবে না, বাঁচার মত করেই বাঁচবে।

মৃণালের এই বাঁচার লড়াই কিন্তু একদিনে জন্মায়নি। মেয়ে হয়ে জন্মাবার পর থেকে প্রতিদিন যাপনের ভেতর দিয়ে নারীসত্তার অবমাননা তিলতিল করে কাঁটার মত তার মনটাকে বিঁধেছিল। শুধু স্বামীর ঘরের সকল অব্যবস্থার বিরূদ্ধে নয়, আমাদের মেরুদণ্ডহীন, দুর্বল মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধেও ছিল তার বিদ্রোহ।

মৃণালের বয়ানে আমরা জানতে পারি, ছোটবেলায় একসঙ্গে সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ে সে আর তার ছোটভাইটি। ভাইটি মারা গেলেও মৃণাল বেঁচে ওঠে। এতে পাড়ার মেয়েরাই বলতে লাগল, 'মৃণাল মেয়ে কিনা তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেতো'! যারা এই মন্তব্য করেছে, তারাও এই সমাজের হতভাগ্য মেয়ের দল যাদের মৃণাল খুব কাছ থেকেই দেখেছে। শ্বশুরবাড়ির সংসারের চৌহদ্দির ঘেরাটোপে এসেই মৃণাল বুঝতে পারে, সংসারে মেয়েমানুষের বুদ্ধি থাকলে পদেপদে বিপদ! স্বামীকে সে লেখে, 'মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই! যাকে বাধা মেনে চলতে হবে সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে

চায় তবে ঠোক্কর খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই!' মৃণালের রূপকে পেরিয়ে যেদিন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার বুদ্ধির পরিচয় পেল, সেদিনই সে 'জ্যাঠা মেয়ে' বলে তাদের কাছে আখ্যা পেয়ে গেল। শুধু শ্বশুরবাড়ির লোকজন নয়, এক্ষেত্রে মৃণালের মা'ও তাদেরই অনুগামী। মেয়েমানুষের বুদ্ধি যে সকল অনর্থের মূল সেই বিষয়ে ধারণা পেয়েই তিনি মেয়ের বুদ্ধির তারিফ না করে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে শিউরে উঠেছিলেন! ঘরকন্নার নিয়মের মাঝেও পদেপদে যে অবিচার আর অনিয়ম, তা মৃণালের বুদ্ধিতে ধরা পড়ে গিয়েছিলো। তাই ব্যক্তিমানসের বিকাশে তার ব্যক্তিত্ব এক্ষেত্রেও জাগ্রত হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ছোটগল্পের নারীচরিত্রগুলো আত্মকথনের ভেতর দিয়ে সে সময়কার সমাজ, সংসার, মানুষের ভূমিকা প্রভৃতিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে সেখান থেকে বেরিয়ে এক নতুনবোধে উত্তরণ চেয়েছেন বারেবারে। কিন্তু এই নারীচরিত্রগুলো ছিল বড়ই একা! সমাজ তাদের উপর অনেক অন্যায় নিয়মনীতি জোর করেই চাপিয়ে দিয়েছে। সেই চাপিয়ে দেওয়া সাংসারিক সম্পর্কগুলোর সকল অন্যায়- অবিচার তারা মনে মনে অনুভব করেছে, ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধির বিকাশও ঘটিয়েছে, কিন্তু এই অবিচারের শেকল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সমাজ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু 'স্ত্রীর পত্র' ছোটগল্পটির সাহসী চরিত্র মৃণাল বিন্দুর আত্মহননের মধ্য দিয়ে সেই ভয়কে মাড়িয়ে সংসার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। আসলে সেই সময়ে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, মানবচেতনার মুক্তি প্রভৃতি রবীন্দ্রমননে ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক সুগভীর প্রভাব ফেলে। কবি দেখেছেন, মেয়েরা নিপীড়িত হতে হতে হয় লুকিয়ে কাঁদে, নয়তো মরে! সেই মরা থেকে তাদের বাঁচাতেই তিনি মৃণালের ওষ্ঠে দিলেন ভাষা। এই ভাষার বলে বলীয়ান হয়ে তাই মৃণাল স্বামীকে জানাল যে, যে বাঁশির করুণ সুর সে শুনেছিল নিজের বিয়ের সময়, সেই সুর আবারও তার কানে ধ্বনিত হলো, যেদিন বিন্দু কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু এই বাঁশির সুরে আছে মুক্তির আনন্দ! সমাজে নিষ্পেষিত হওয়ার চেয়ে বিন্দুর আত্মহনন অনেক সম্মানের, মুক্তির আর মর্যাদার। স্ত্রীদের পতিই সব, আর কপালের লিখন, সমাজে প্রচলিত এই দুটি মূল্যবোধের বিরুদ্ধে মৃণালের ছিল চরম প্রতিবাদ! বিন্দুর প্রতি সমাজ-সংসারের সীমাহীন নিগ্রহ দেখে এই দুটি মূল্যবোধ মৃণালের অস্তিত্বকেই নাড়িয়ে দিল! সংসারজীবনেও মেয়েদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধেরও যে একটা মূল্য আছে তা সে অনুভব করল বিন্দুর আত্মহননের ভেতর দিয়ে। তার মনে হল, স্বামীগৃহের অত্যাচার, কপালের লিখন এসবের কাছে নিজেকে সঁপে না দিয়ে বিন্দু যে ইচ্ছামৃত্যুটাকে বেছে নিয়েছে তা তার নিজের কাছেই অনেক সম্মানের, অনেক মর্যাদার ছিল। মৃণালের ভাষায়, 'তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এতো লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।' সংসারের এতকিছু সয়ে যাবার পরেও মৃণালের একটা নিভৃত জীবন ছিল, ছিল আপন সত্তাবোধ, এক প্রতিভা, যার খোঁজ কেউ কোনদিন পায়নি। এমন কি তার স্বামীও না। পাওয়ার চেষ্টাও করেনি কেউ। মৃণাল ছিলো কবি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সে স্বামীকে লিখেছে, 'আমার একটা জিনিস, যা ছিল তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে সেটা কেউ তোমরা জানোনি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সেইখানে আমার মুক্তি, সেইখানে আমার আমি। আমার মধ্যে যা কিছু তোমাদের মেজবৌকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা চিনতেও পারোনি! আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি'। মৃণালের এই আলাদা সত্তাটাই তাকে সংসারের যাবতীয় ঝড়কে অনায়াসে উপেক্ষা করতে শিখিয়েছিল। 'নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার,

কেহ নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা?' এই প্রশ্ন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই। তাই মৃণালের বক্তব্য তিনি তাঁর পুরুষসত্তায় বিশ্লেষণ না করে এক নারীচরিত্রের মাধ্যমেই তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে সমাজের সামনে তুলে ধরলেন। দেখাতে চাইলেন, বিন্দুরা মরে কিন্তু মৃণালের মত মেয়েরা প্রতিবাদ করেই বাঁচে। 'স্ত্রীর পত্র' ছোটগল্পটাতে 'মৃণাল' চরিত্রটার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এটাই দেখালেন যে, একটা বীজকে খুব বেশিদিন মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা যায় না। সময়ের সাথে, পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই! যদিও উপযুক্ত আলোবাতাসের অভাবে কিছু দুর্বল বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কিছু আছে যেগুলো সকল রকম প্রতিকূল পরিবেশেও আপন অস্তিত্ব সগৌরবে জানান দেয়। আমরা বলতে পারি, সমাজে অসহায় বিন্দুরা যেমন আছে, তেমন দুর্বার মৃণালেরাও কিন্তু কম নেই! তারা জানে, সমাজের সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, সকল বিরুদ্ধশক্তিকে পায়ে মাড়িয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে।

বিন্দু:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিন্দু চরিত্রটি বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অনাথ অবাঞ্ছিত মেয়ে। হওয়ার কারণে খুড়তুতো ভাইয়েরা তাকে মাথা গোজার ঠাঁইটুকুও দেয়নি। আপদ বলে বিদায় করে দিয়েছে। বোনের কাছে এসেও বোনের শ্বশুরবাড়িতে তার জায়গা হয়েছে দাসীর মতো। সে শুধু সংকুচিত বা সর্বদা সন্ত্রস্ত মাত্র নয়, তার মত মেয়েকে সংসার নানা ভাবে ব্যবহার করে। স্বদেশী হাঙ্গামার সময় তাকে তাই অনায়াসে হয়ে উঠতে হয় পুলিশের পোষা মেয়েচর— 'সে যে বিন্দু'। তাই তার বিয়ে দেওয়া হয় উন্মাদের সঙ্গে, কারও কিছু বলার থাকে না। তার দিদিরও কিছু করার থাকে না। সেখানে অত্যাচারিত হয়ে ফিরে এলেও সে কোথাও আশ্রয় পায় না। শেষ পর্যন্ত কাপড়ে আগুন ধরিয়ে সে আত্মহত্যা করে। বিন্দুর দিদি স্বামীর মতের বাইরে গিয়ে নিজের ছোট বোনের জন্য সঠিক জায়গাটুকু নির্ধারণ করে দিতে পারেনি। বোনকে দূরে ঠেলে দিতে সে পারেনি এটা ঠিক, আবার প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়ে বোনের জন্য লড়াইও সে করেনি।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। বিন্দু চরিত্র আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১১.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের নারী চরিত্রের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে জানতে পারলেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের গদ্যশৈলী সম্পর্কে জানতে পারলেন।
- এই গল্পে উল্লিখিত সমকালীন নারীর সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে পারলেন।
- গল্পকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে পারলেন।

১১.৬ অতিরিক্ত পঠন

- গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ (২০১৪) ছোটগল্পের সীমারেখা; কলকাতা : দে'জ
- ঘোষ বিনয় (২০১৪) মেট্রোপলিটন মন-মধ্যবিত্ত-বিদ্রোহ; কলকাতা : দীপ প্রকাশন
- চৌধুরী ভূদেব (১৩৭২বঙ্গাব্দ); বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার; কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- দাশ শিশিরকুমার (২০১২); বাংলা ছোটগল্প; কলকাতা : দে'জ
- মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (২০১৯) কালের পুত্তলিকা; কলকাতা : দে'জ
- মজুমদার উজ্জ্বলকুমার(সম্পা) (২০১৪) গল্পচর্চা; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ভট্টাচার্য তপোধীর (১৪১৭বঙ্গাব্দ) ছোটগল্পের প্রতিবেদন; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ভট্টাচার্য তপোধীর (২০০৬); প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব; কলকাতা : দে'জ
- রায়চৌধুরী গোপিকানাথ (১৩৮০ বঙ্গাব্দ); দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য; কলকাতা : দে'জ

১১.৭ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি..... পত্রিকায় ..... সনে প্রকাশিত। এভাবে ১১.২ অংশ থেকে তথ্য নিয়ে উত্তর সাজান। (দ্রষ্টব্য ১১.২ অংশ)

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিকে নারী স্বাধীনতার চারণগীত বলে মেনে নিয়েছেন অনেকেই। .....অভিজাত হিন্দু সমাজে নারীর উপেক্ষিত মর্যাদা ও মানসিক পীড়ন যে কোন পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে, আলোচ্য গল্পটি তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১১.২ অংশ)

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর পত্র গল্পের বিন্দু চরিত্রটি বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অনাথ অবাঞ্ছিত মেয়ে। ..... বোনকে দূরে ঠেলে দিতে সে পারেনি এটা ঠিক, আবার প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়ে বোনের জন্য লড়াইও সে করেনি। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।(দ্রষ্টব্য ১১.৪ অংশ)

১১.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। মৃণাল চরিত্রটি আলোচনা করুন।

২। স্ত্রীর পত্র গল্পটি কোন শ্রেণির গল্প? রবীন্দ্রনাথ কীভাবে এই গল্পে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন?

৩। স্ত্রীর পত্র গল্পটির নামকরণ সার্থক হয়েছে কি না, নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

৪। স্ত্রীর পত্র গল্পটিতে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র রয়েছে, তা তুলে ধরুন।

৫। স্ত্রীর পত্র গল্পটির অপ্রধান চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করুন।

*** *** ***